শির্কে আসগর (ছোট শির্ক) চেনার উপায় কী? কোন কাজটি শিরকে আসগর, তা আমরা কিভাবে জানব বা বুঝব ?

সাধারণত নিম্নোক্ত চারটি উপায়ে শিরকে আসগরকে চেনা যায় ।
(১) ক্বোরআন বা ছুন্নাহ সুস্পষ্টভাবে যেটাকে শির্কে আসগর বলে অভিহিত করেছে, আমরা সেটাকে শির্কে আসগর হিসেবেই চিহ্নিত করব । যেমন, রাছূল ﷺ বলেছেন:- إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء ». অর্থাৎ:-আমি তোমাদের জন্য শির্কে আসগরকে (শির্কে আসগারে লিপ্ত হওয়ার) সবচেয়ে বেশি ভয় করছি । সাহবায়ে কেরাম (رضوان الله عليهم أجمعين) জিজ্ঞেস করলেন, শির্কে আসগর কী হে আলাহ্‌র রাছূল! রাছূল ﷺ বললেন:- সেটা হলো ‘‘লোক দেখানো ‘আমল” (লৌকিকতা) । (মুছনাদে ইমাম আহমাদ) যেহেতু এ হাদীছে রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ‘আমল করাকে স্পষ্টভাবে শির্কে আসগর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাই অমরা “রিয়া”কে শিরকে আসগর বলেই জানব ।
(২) ক্বোরআন অথবা ছুন্নাহ্‌তে যেটাকে শির্ক বলতে যেয়ে শুরুতে আলিফ- লাম ব্যতীত বলা হয়েছে, (অর্থাৎ “আশ্‌শির্ক” বলার পরিবর্তে যেটাকে “শির্কুন” বলা হয়েছে) সেটা হলো শির্কে আসগর । যেমন- রাছূল বলেছেন:- الطيرة شرك (আততিয়ারাতু শিরকুন) অর্থাৎ:- পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করা হলো শির্ক । (মুছনাদে ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাযাহ)
যেহেতু এ হাদীছে ‘‘শিরকুন’’ শব্দটি আলিফ-লাম ব্যতীত বলা হয়েছে, তাই আমরা ‘‘তিয়ারাহ’’ তথা পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাইকে শির্কে আসগর বা ছোট শিরক বলেই জানব ।
(৩) যেটাকে সাহাবায়ে কেরাম (رضوان الله عليهم أجمعين) শির্কে আকবার নয় বরং শির্কে আসগর বলেই জেনেছেন ও বুঝেছেন, আমরা সেটাকে শিরকে আসগর বলেই জানব ।
(৪) শির্ক সম্পর্কে বর্ণিত শরী‘য়তের প্রমাণাদী একত্রিত করে সেগুলোকে পারস্পরিক সমন্বিত ও সামঞ্জস্যশীল করার পর যেটা শির্কে আসগর বলে প্রমাণিত হবে, অর্থাৎ শির্ক সম্পর্কে বর্ণিত শরী‘য়তের প্রমাণাদী বিশেষণ করার পর যেটা শির্কে আসগর বলে চিহ্নিত হবে, সেটাকেই আমরা শির্কে আসগর বলে জানব ।